জাতিসংঘ-১

- লন্ডন ঘোষণা
- আটলান্টিক সনদ
- ওয়াশিংটন ডি. সি সম্মেলন
- মস্কো ঘোষণা
- তেহরান সম্মেলন
- ডাম্বারটনওকস সম্মেলন
- ইয়াল্টা সম্মেলন
- সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন

লন্ডন ঘোষণা (১২ জুন, ১৯৪১)

12 June 1941

লন্ডন ঘোষণা

- ঘোষণা পত্রটির নাম ছিল Inter Allied Declaration, যা লন্ডন ঘোষণা নামে পরিচিত।

লন্ডন ঘোষণা (London Declaration)

লন্ডনের জেমস প্রাসাদে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

লন্ডন ঘোষণা (London Declaration)

- জাতিসংঘ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ১২ জুন, ১৯৪১ লন্ডন ঘোষণা। লন্ডনে ৯টি নির্বাচিত সরকার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এরা হলো গ্রীস, বেলজিয়াম, চেকোস্লাভাকিয়া, লুক্সেমবার্গ নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও যুগোস্লাভিয়া। এদের সংঙ্গে ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। এই ঘোষণা 'লন্ডন ঘোষণা (London Declaration) নামে পরিচিত।
- এই ঘোষণায় উল্লেখিত হয়েছিল যে স্থায়ী শান্তির জন্য আগ্রাসনমুক্ত এবং সকলের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিশ্ব প্রয়োজন যেখানে স্বাধীন এবং মুক্ত মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা অর্জন সম্ভব। অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য ছিলো এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যুদ্ধ ও শান্তির পরিস্থিতিতে সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের সাথে সকলে মিলে কাজ করা ।

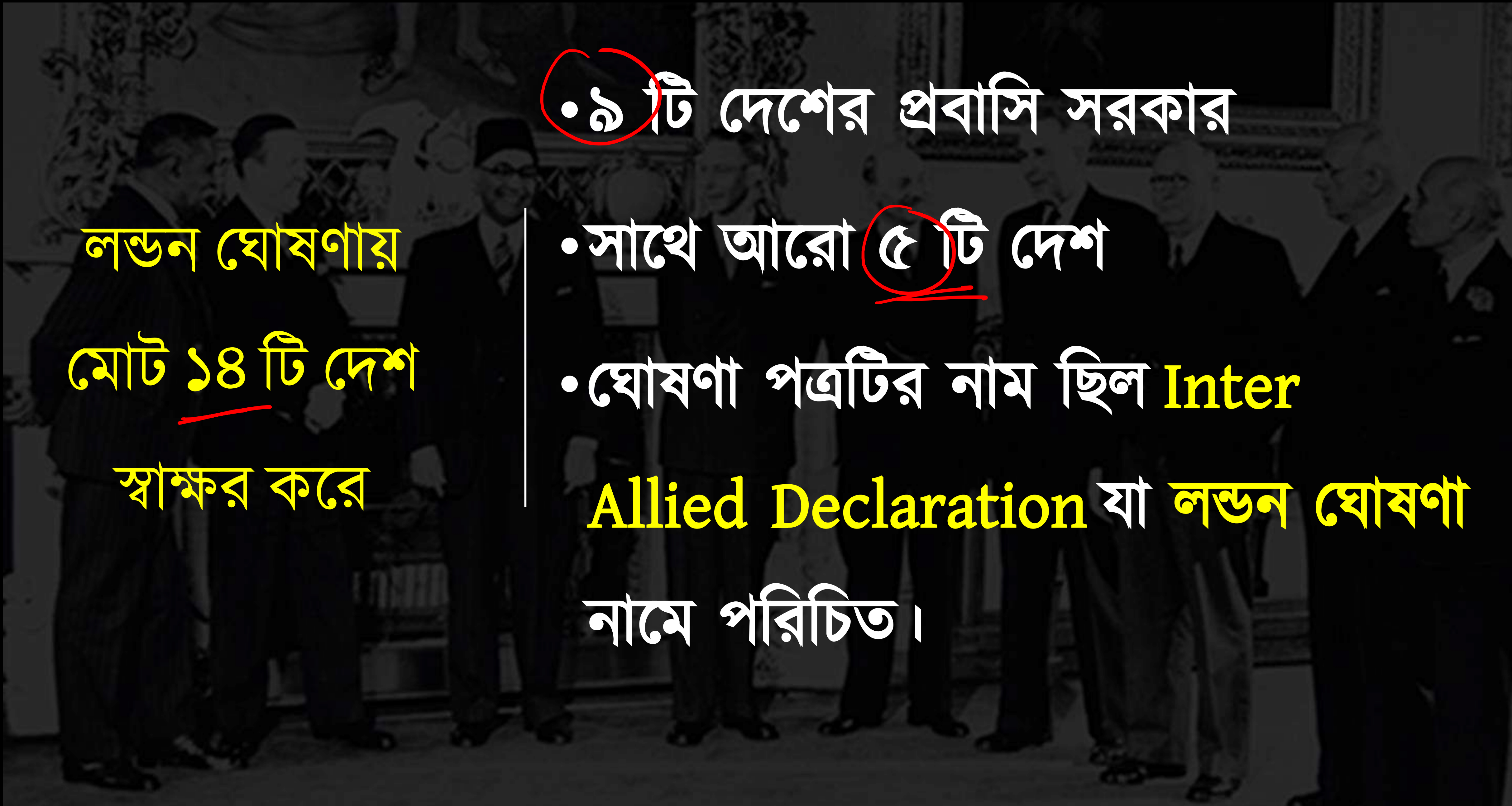
লন্ডন ঘোষণায়
মোট ১৪ টি দেশ
স্বাক্ষর করে
•৯ টি দেশের প্রবাসি সরকার
•সাথে আরো ৫ টি দেশ
•ঘোষণা পত্রটির নাম ছিল Inter Allied Declaration যা লন্ডন ঘোষণা নামে পরিচিত।

লন্ডন ঘোষণায় মোট ১৪ টি দেশ স্বাক্ষর করে

৯ টি দেশের প্রবাসি সরকার

- গ্রীস, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও যুগোস্লাভিয়া

এবং আরো ৫ টি দেশ

- ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা এবং ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা

- লন্ডন ঘোষণা
- আটলান্টিক সনদ
- ওয়াশিংটন ডি. সি সম্মেলন
- মস্কো ঘোষণা
- তেহরান সম্মেলন
- ডাম্বারটনওকস সম্মেলন
- ইয়াল্টা সম্মেলন
- সানফ্রানসিসকো সম্মেলন

আটলান্টিক সনদ (১৪ আগস্ট, ১৯৪১)

আটলান্টিক সনদ (Atlantic Charter)

- ৯ আগস্ট থেকে ১২ আগস্ট, ১৯৪১ যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট আটলান্টিকের নিউফাউন্ডল্যান্ডের প্লাসেনটিনা বে তে দুটো রণতরীতে মিলিত হন।

অগাস্টা
মার্কিন রণতরী

প্রিন্স অব ওয়েলস
ব্রিটিশ রণতরী

আটলান্টিক সনদ

- চার্চিল এবং রুজভেল্টের মিটিং এর ডকুমেন্ট ১৪ আগস্ট, ১৯৪১ জয়েন্ট ডিক্লারেশন (Joint Declaration by the President and the Prime Minister) নামে পাবলিশড হয়।
- যা পরে 'আটলান্টিক সনদ' নামে নামকরন করা হয়।

Prime Minister's meeting with President Roosevelt – Aug. 1941
Draft of Joint Declaration

COPY NO: 1

MOST SECRET

NOTE: This document should not be kept lying about and, if it is unnecessary to retain, should be returned to the Private Office.

PROPOSED DECLARATION

[illegible]

The President of the United States of America and the Prime Minister, Mr. Churchill, representing His Majesty's Government in the United Kingdom, being met together, deem it right to make known certain common principles in the national policies of their respective countries on which they base their hopes for a better future for the world.

First, their countries seek no aggrandisement, territorial or other;

Second, they desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the peoples concerned.

Third, they respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see self-government restored to those [illegible] who have been forcibly deprived of them.

Fourth, they will endeavour, with due respect to their existing obligations, to further the enjoyment by all peoples of access, on equal terms, to the trade and to the raw materials of the world which are needed for their economic prosperity.

Fifth, they [illegible] fullest collaboration between all Nations in the economic field with the object of securing for all peoples [illegible] improved labour standards, economic advancement and social security.

Sixth, they hope to see established a peace, after the final destruction of the Nazi tyranny, which will afford to all nations the means of dwelling in security within their own boundaries, and which will afford assurance to all peoples that they may live out their lives in freedom from fear and want.

Seventh, [illegible] such a peace [illegible] the high seas and oceans without hindrance.

Eighth, they believe that all of the nations of the world must be guided in spirit to the abandonment of the use of force. [illegible] no future peace can be maintained if land, sea or air armaments continue to be employed by nations which threaten, or may threaten, aggression outside of their frontiers. They believe that the disarmament of such nations is essential pending the establishment of a wider and more permanent system of general security. They will further the adoption of all other practicable measures which will lighten for peace-loving peoples the crushing burden of armaments.

Private Office.
August 12, 1941

কী ছিলো এই সনদে?

বিশ্ব শান্তি রক্ষার ঘোষণা: আটলান্টিক সনদ

মূলনীতি-৮ টি

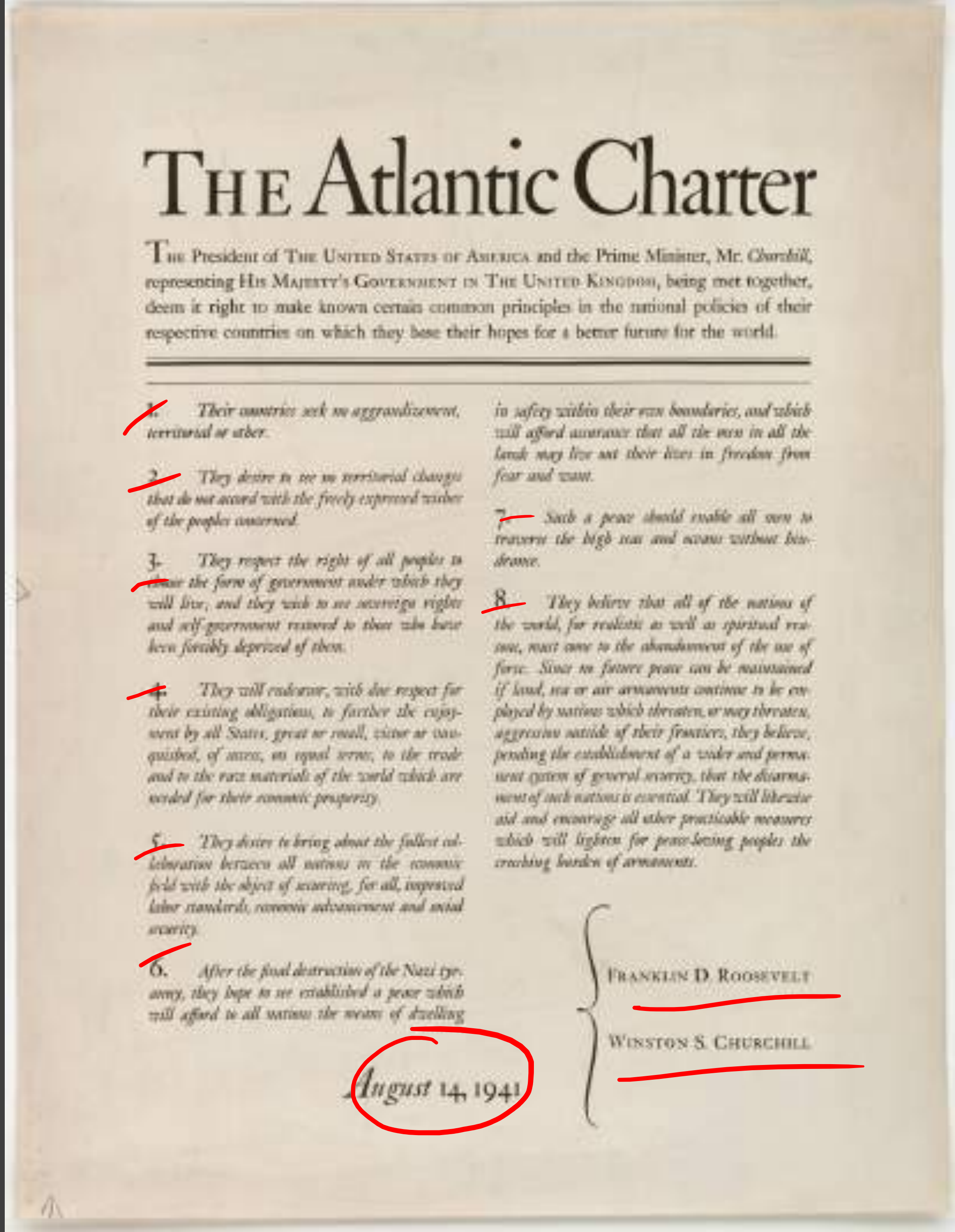

THE Atlantic Charter

THE President of THE UNITED STATES OF AMERICA and the Prime Minister, Mr. Churchill, representing HIS MAJESTY'S GOVERNMENT IN THE UNITED KINGDOM, being met together, deem it right to make known certain common principles in the national policies of their respective countries on which they base their hopes for a better future for the world.

1. *Their countries seek no aggrandizement, territorial or other.*

2. *They desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the peoples concerned.*

3. *They respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them.*

4. *They will endeavor, with due respect for their existing obligations, to further the enjoyment by all States, great or small, victor or vanquished, of access, on equal terms, to the trade and to the raw materials of the world which are needed for their economic prosperity.*

5. *They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security.*

6. *After the final destruction of the Nazi tyranny, they hope to see established a peace which will afford to all nations the means of dwelling in safety within their own boundaries, and which will afford assurance that all the men in all the lands may live out their lives in freedom from fear and want.*

7. *Such a peace should enable all men to traverse the high seas and oceans without hindrance.*

8. *They believe that all of the nations of the world, for realistic as well as spiritual reasons, must come to the abandonment of the use of force. Since no future peace can be maintained if land, sea or air armaments continue to be employed by nations which threaten, or may threaten, aggression outside of their frontiers, they believe, pending the establishment of a wider and permanent system of general security, that the disarmament of such nations is essential. They will likewise aid and encourage all other practicable measures which will lighten for peace-loving peoples the crushing burden of armaments.*

FRANKLIN D. ROOSEVELT
WINSTON S. CHURCHILL

August 14, 1941

- ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ তারিখে ইন্টার-অ্যালাইড কাউন্সিল আটলান্টিক চার্টারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।

- লন্ডন ঘোষণা
- আটলান্টিক সনদ
- ওয়াশিংটন ডি. সি সম্মেলন
- মস্কো ঘোষণা
- তেহরান সম্মেলন
- ডাম্বারটনওকস সম্মেলন
- ইয়াল্টা সম্মেলন
- সানফ্রানসিসকো সম্মেলন

ওয়াশিংটন ডি. সি সম্মেলন (১ লা জানুয়ারি, ১৯৪২)

- ওয়াশিংটন ডিসি সম্মেলন (Washington Conference, also known as the Arcadia Conference)
  - ১ লা জানুয়ারি, ১৯৪২

- ১ জানুয়ারি ১৯৪২ সালে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, সোভিয়েত প্রতিনিধি লিটভিনভ এবং চীনের প্রতিনিধি টি.ভি.সুঙ ওয়াশিংটনে বৈঠকে মিলিত হন এবং একটি দলিলে স্বাক্ষর করেন।
- ২ জানুয়ারি ১৯৪২ মিত্রপক্ষের আরো ২২টি দেশ এ দলিলে স্বাক্ষর করে একে "জাতিসংঘ ঘোষণা" (Declaration by United Nations) হিসেবে অভিহিত করেন।

ওয়াশিংটন ডিসি সম্মেলন কী কী হয়?

- ওয়াশিংটন ডিসি সম্মেলনে আটলান্টিক সনদের সমর্থন করা হয়।

- এ সম্মেলনে 'জাতিসংঘের ঘোষণা' সনদ স্বাক্ষরিত হয় এবং 'জাতিসংঘ' নাম প্রথম ব্যবহার করা হয়।

DECLARATION BY UNITED NATIONS

DECLARATION BY UNITED NATIONS:

A JOINT DECLARATION BY THE UNITED STATES OF AMERICA, THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS, CHINA, AUSTRALIA, BELGIUM, CANADA, COSTA RICA, CUBA, CZECHOSLOVAKIA, DOMINICAN REPUBLIC, EL SALVADOR, GREECE, GUATEMALA, HAITI, HONDURAS, INDIA, LUXEMBOURG, NETHERLANDS, NEW ZEALAND, NICARAGUA, NORWAY, PANAMA, POLAND, SOUTH AFRICA, YUGOSLAVIA.

The Governments signatory hereto,

Having subscribed to a common program of purposes and principles embodied in the Joint Declaration of the President of the United States of America and the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland dated August 14, 1941, known as the Atlantic Charter,

Being convinced that complete victory over their enemies is essential to defend life, liberty, independence and religious freedom, and to preserve human rights and justice in their own lands as well as in other lands, and that they are now engaged in a common struggle against savage and brutal forces seeking to subjugate the world, DECLARE:

(1) Each Government pledges itself to employ its full resources, military or economic, against those members of the Tripartite Pact and its adherents with which such government is at war.

(2) Each Government pledges itself to cooperate with the Governments signatory hereto and not to make a separate armistice or peace with the enemies.

The foregoing declaration may be adhered to by other nations which are, or which may be, rendering material assistance and contributions in the struggle for victory over Hitlerism.

Done at Washington
January First 1942

ওয়াশিংটন ডিসি সম্মেলন সম্মেলনে 'জাতিসংঘ' নাম প্রথম ব্যবহার করেন -

রুজভেল্ট

মস্কো সম্মেলন

- ১৯৪৩ সালের ৩০ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ এবং পররাষ্ট্রসচিব ও মস্কোয় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার ইচ্ছা সম্বলিত একটি ৭ দফা ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন।
- এই ঘোষণায় বলা হয় এই সংগঠন সকল শান্তিপ্রিয় দেশের সার্বভৌম সমতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ছোট বড় শান্তি প্রিয় সকল দেশের জন্যই এই সংগঠনের সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে।

মস্কো সম্মেলন, ১৯৪৩

৭ দফা ঘোষণা

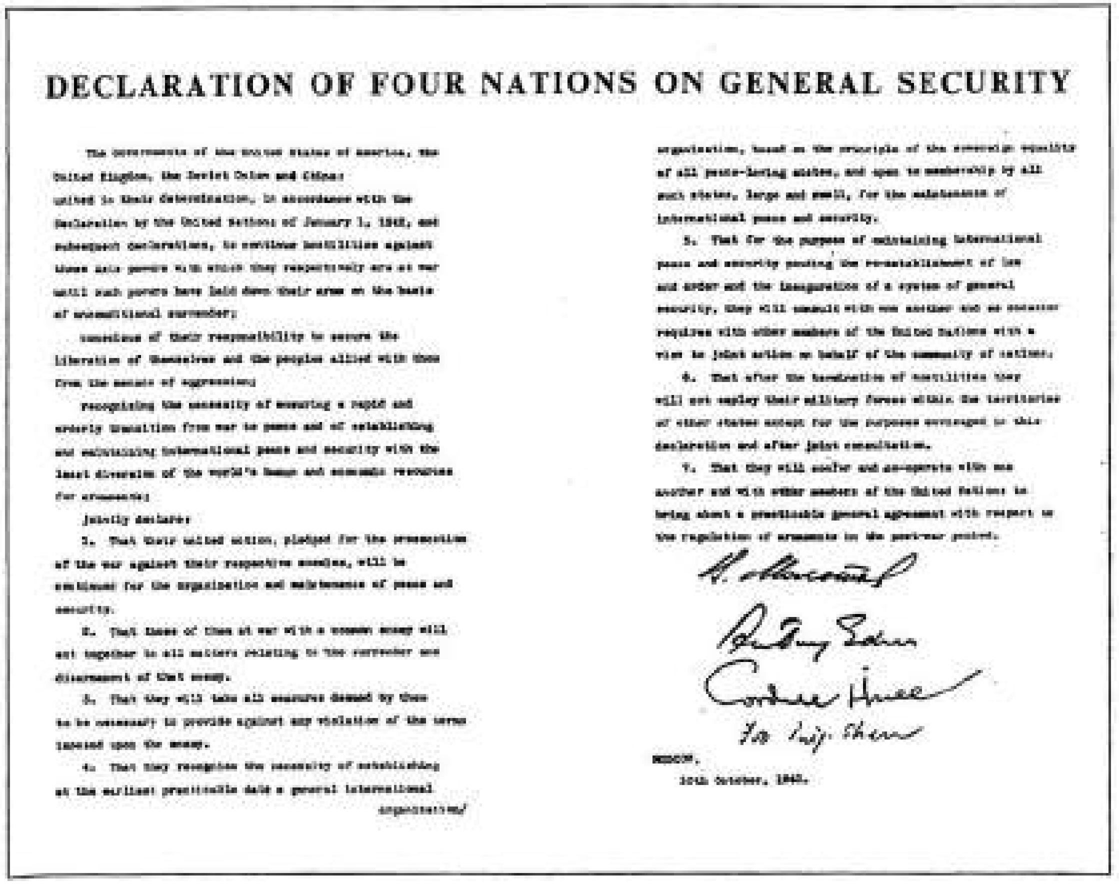

DECLARATION OF FOUR NATIONS ON GENERAL SECURITY

তেহরান সম্মেলন (Tehran Conference)

- ১৯৪৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট স্ট্যালিন আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য বিশ্বের সকল দেশকে সদস্য হওয়ার আহ্বান করেন।

তেহরান সম্মেলন

- মিত্রবাহিনী প্রথম মিলিত হয়।
- রুজভেল্ট, চার্চিল এবং স্টালিন সকল দেশকে জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

ডাম্বারটন ওকস সম্মেলন (Dumbarton Oaks Conference/ Washington Conversations on International Peace and Security Organization), ১৯৪৪

ডাম্বারটনওকস সম্মেলন

- ১৯৪৪ সালে ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকস ভবনে জাতিসংঘের রূপরেখা আঁকা হয়।
- নিরাপত্তা পরিষদ গঠন ও স্থায়ী সদস্য নির্বাচন এবং সংগঠন (জাতিসংঘ) নামকরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন সম্মেলন মিলিত হয়।

ডাম্বারটনওকস সম্মেলনে 'জাতিসংঘ ঘোষণা' জাতিসংঘ সংস্থায় পরিণত হয়

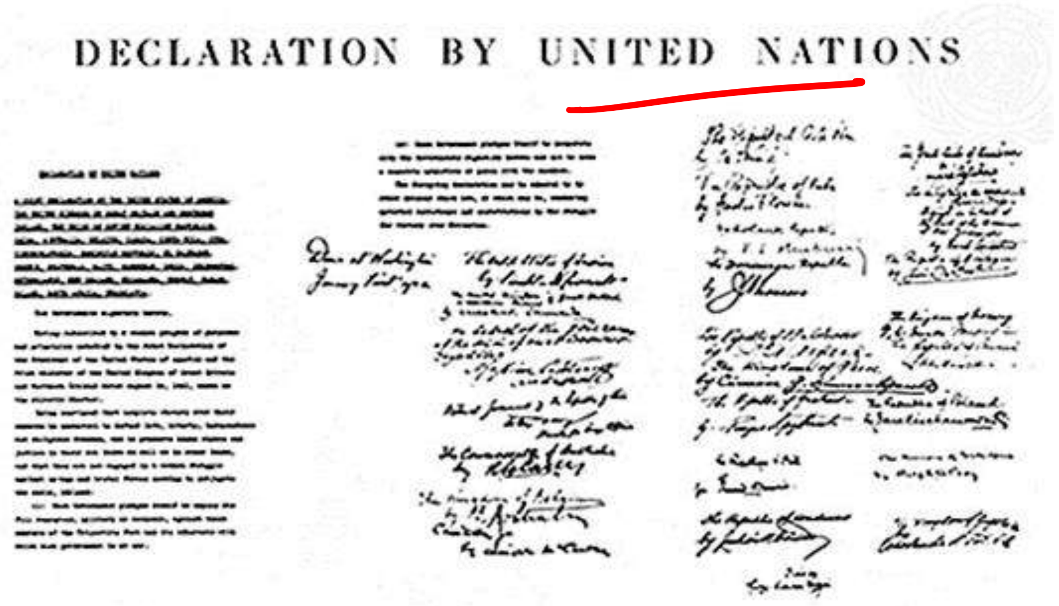

ডাম্বারটনওকস সম্মেলনে যা সিদ্ধান্ত হয়-

সব সদস্য নিয়ে সাধারণ পরিষদ থাকবে।

ECOSC গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

- ডাম্বারটনওকস সম্মেলনে ৫ টি স্থায়ী সদস্য নিয়ে একটি নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

- China,
- France,
- Russian Federation,
- The United Kingdom, and
- The United States

- লন্ডন ঘোষণা
- আটলান্টিক সনদ
- ওয়াশিংটন ডি. সি সম্মেলন
- মস্কো ঘোষণা
- তেহরান সম্মেলন
- ডাম্বারটনওকস সম্মেলন
- ইয়াল্টা সম্মেলন
- সানফ্রানসিসকো সম্মেলন

ইয়াল্টা সম্মেলন

১৯৪৫

স্থান - ক্রিমিয়া

ইয়াল্টা সম্মেলন

- ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ ইউক্রেনের ইয়াল্টায় ডাম্বারটন সম্মেলনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত হয়।
- ৫টি স্থায়ী সদস্যের Veto প্রদান ক্ষমতা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

ইয়াল্টা তে VETO

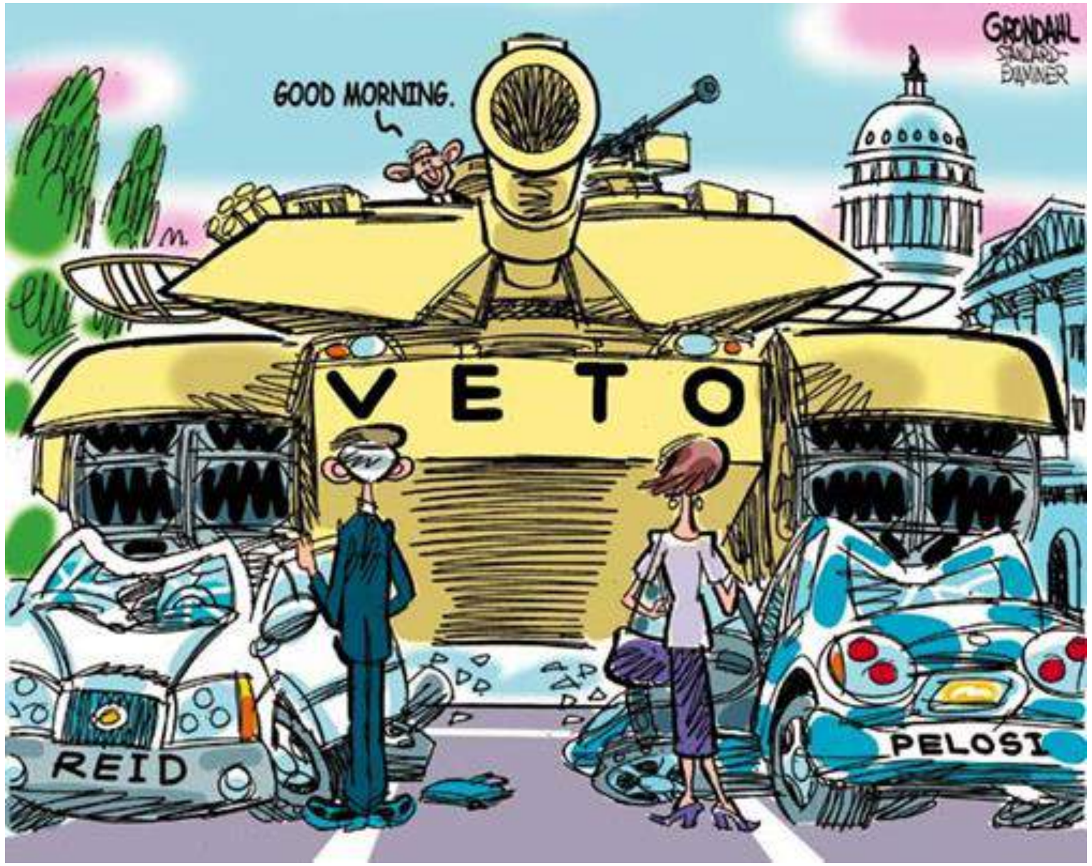
GRONDAHL
STANDARD-EXAMINER
GOOD MORNING.
VETO
REID
PELOSI

ZAPIRO
I'VE TOLD THEM IT'S UNBALANCED!
UN
SECURITY COUNCIL
USA
UK
RUSSIA
CHINA
FRANCE

- নিরাপত্তা পরিষদে কীভাবে সিদ্ধান্ত পাস হবে এই ব্যাপারে নীতি ঠিক করা হয়।
- P-5 এর 'Conquering Vote' লাগবে প্রস্তাব পাস হতে হলে।
- এই Conquering Vote কেই বলা হয় Veto

- লন্ডন ঘোষণা
- আটলান্টিক সনদ
- ওয়াশিংটন ডি. সি সম্মেলন
- মস্কো ঘোষণা
- তেহরান সম্মেলন
- ডাম্বারটনওকস সম্মেলন
- ইয়াল্টা সম্মেলন
- সানফ্রানসিসকো সম্মেলন

সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন

সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন

- ২৬ জুন ১৯৪৫ সালে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা ১১১ ধারা সম্বলিত জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৫ সালের ১৫ অক্টোবর ৫১ তম দেশ হিসেবে পোলান্ড জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর এ সনদ কার্যকরী হয়।

PARIS, WEDNESDAY, JUNE 27, 1945

United Nations Adopt World Charter

B29s Bomb 10 Japanese War Plants

Four Industrial Areas On Honshu Blasted by 450 to 500 Super-Forts

Aircraft and Parts Factories Attacked

Osaka Army Arsenal One Of Targets of Raiders

Seized Gold Seen Put to Reich's Use

France Unable to Learn Details of Hoard Seized By American 3d Army

By Geoffrey Parsons Jr.

Ban on Aggression Is Voted, Human Rights Guaranteed

United Nations' New World Charter Provides for Collective Peace Measures and Solution of Social, Economic and Cultural Problems

Closes Conference

President Hails Parley's Success

Truman Tells Closing Session of San Francisco Conference It Has Laid Foundation for Lasting Peace

Crowley Says Reich Policing Must Be Lasting

জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষর - ২৬ জুন

1945

- ২৬ জুন ৫০ টি দেশ স্বাক্ষর করে।
- পোল্যান্ড ১৫ অক্টোবর স্বাক্ষর করে।

জাতিসংঘ সনদে মোট কয়টি দেশ স্বাক্ষর করে?

51

The motto of united nations

An inclusive United Nations, It's your world! Peace, dignity and equality on a healthy planet.

Let’s Recap

জাতিসংঘ সনদ

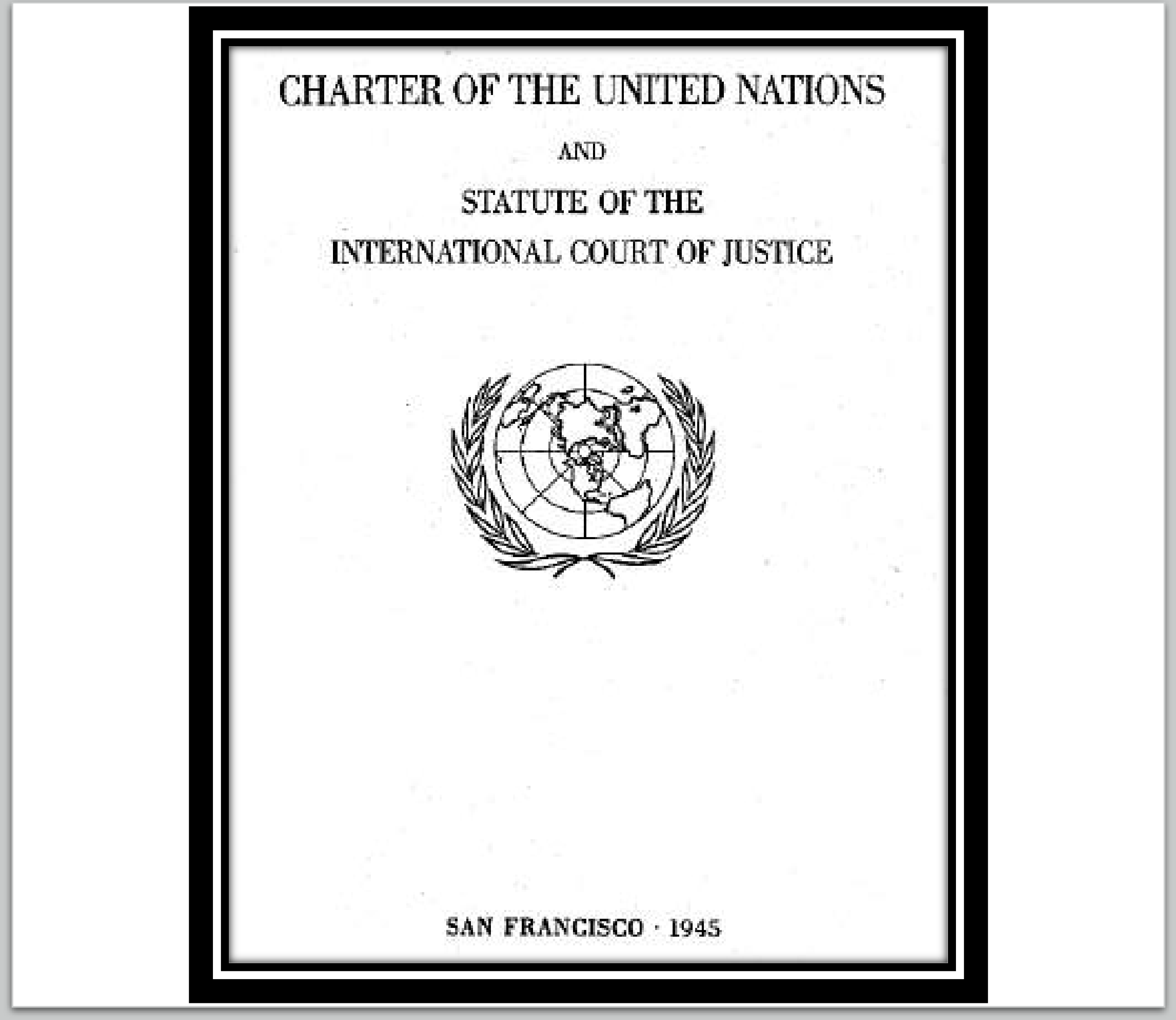
CHARTER OF THE UNITED NATIONS

AND

STATUTE OF THE

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

SAN FRANCISCO · 1945

সনদ রচয়িতা

আর্কিভাল্ড ম্যাকলিশ

Archibald MacLeish

১৯ অধ্যায়, ১১১ টি অনুচ্ছেদ

held if so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council.

CHAPTER XIX

RATIFICATION AND SIGNATURE

Article 110

1. The present Charter shall be ratified by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.

2. The ratifications shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all the signatory states of each deposit as well as the Secretary-General of the Organization when he has been appointed.

the date of the deposit of their respective ratifications.

Article 111

The present Charter, of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other signatory states.

IN FAITH WHEREOF the representatives of the Governments of the United Nations have signed the present Charter.

DONE at the city of San Francisco the twenty-sixth day of June, one thousand nine hundred and forty-five.

CHAPTER I

PURPOSES AND PRINCIPLES

Article 1

The Purposes of the United Nations are:

1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;

2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;

3. To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and

4. To be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

4 টি

উদ্দেশ্য

AIMS of the UNITED NATIONS

1. To keep peace throughout the world
2. To develop friendly relations between nations
3. To work together to help people live better lives
   - To eliminate poverty disease, & illiteracy in the world
   - To stop environmental destruction
   - To encourage respect for each other's rights and freedoms
4. To be a center for helping nations achieve these aims

জাতিসংঘ সনদের ১ অনুচ্ছেদে তার উদ্দেশ্যগুলো বর্ণিত হয়েছে-

১. বিশ্বব্যাপী শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষা করা;

২. পৃথিবীর স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন;

৩. মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা নিরসনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ;

৪. আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতার প্রতি সুবিচার ও সম্মান প্রদর্শন, জাতিসংঘকে রাষ্ট্রগুলোর ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা ইত্যাদি।

disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.

6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.

7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

Article 2

The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.

2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.

3. All Members shall settle their international

৭ টি মূলনীতি

৭ টি মূলনীতি

1. জাতিসংঘের সকল সদস্যের সার্বভৌম ক্ষমতার স্বীকৃতি এবং সমমর্যাদার নীতিতে বিশ্বাসী।

2. জাতিসংঘের সকল সদস্যই জাতিসংঘের সনদের আনুগত্যের প্রতি অটল থাকবে।

3. সদস্যরাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি করবে।

4. কোন সদস্য রাষ্ট্রই এমন কোন কাজ করবেনা যাতে অপর রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখন্ডতা নষ্ট হয়।

5. কোন সদস্য রাষ্ট্রই অপর কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন রাজনীতেতে হস্তক্ষেপ করবেনা এবং রাজনৈতিকস্বাধীনতার বিপক্ষে কোন ধরনের শক্তি প্রদর্শন বা হুমকি প্রদর্শন করবেনা।

6. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলীতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

7. যে সমস্ত রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য নয় তারাও যাতে প্রয়োজনে জাতিসংঘের নীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিকশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যবস্থা নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়

২৪ অক্টোবর

জাতিসংঘ দিবস কবে?

জাতিসংঘ নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেয়া যাক

জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য ১৯৩

সর্বশেষ সদস্য - দক্ষিণ সুদান, ২০১১

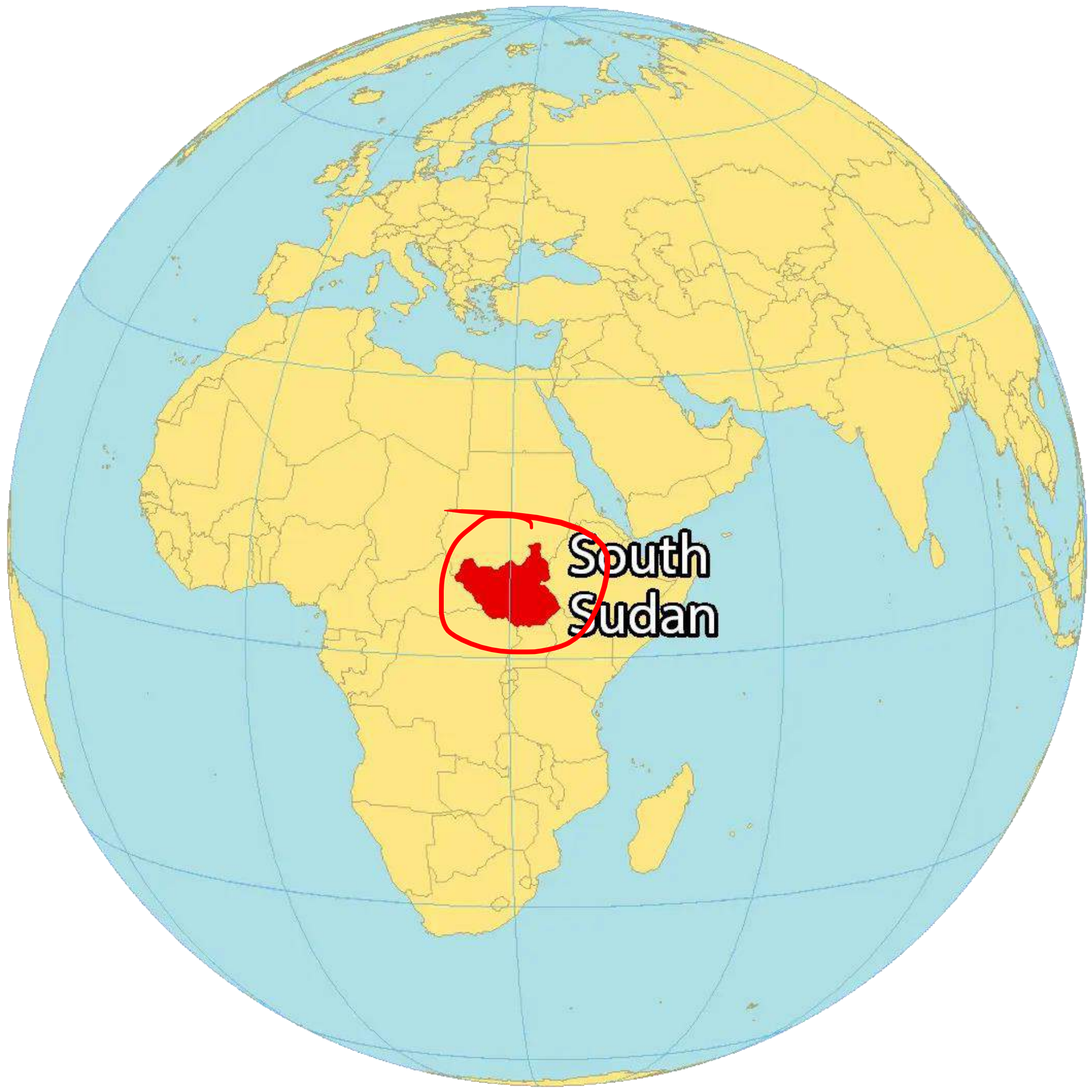

পর্যবেক্ষক দেশ – ২টি

ফিলিস্তিন

The Holy See

সদর দপ্তর

ম্যানহাটন,

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

স্থপতি: W. Harison

জমি দান করেন : জন ডি রকফেলার জুনিয়র

শাখা সদর দপ্তর – ৩ টি

- জেনেভা
- ভিয়েনা
- নাইরোবি

অফিসিয়াল ভাষা – ৬ টি

The Six Official Languages of the UN
English
Hello
Arabic
مرحبا
Chinese
(Mandarin)
你好
French
Bonjour
Russian
привет
Spanish.
Hola

জাতিসংঘের কার্যকরী ভাষা কয়টি? | ২ টি

জাতিসংঘের নামে বিশ্ববিদ্যালয়

UN University
টোকিও

University for Peace, কোস্টারিকা

জাতিসংঘের পতাকা

জাতিসংঘের পতাকা

- জাতিসংঘের পতাকায় রঙ দুটি: নীল ও সাদা
- পতাকায় আছে দু'টি জলপাই গাছের শাখা (শান্তির প্রতীক)
- পতাকাটি ১৯৪৭ সালে গৃহীত হয়।

মহাসচিব

ট্রাইগভেলি

- নরওয়ের নাগরিক।
- তিনি ছিলেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব।
- কোরীয় যুদ্ধের সময় তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন।
- জাতিসংঘের মহাসচিবদের মধ্যে তিনি একমাত্র মহাসচিব যে পদত্যাগ করেছিলেন।

দ্যাগ হ্যামারশোল্ড

- ১৯৬১ সালে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন
- ১৯৬১ সালে শান্তিতে মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

জাতিসংঘ

লাইব্রেরীর নাম-

দ্যাগ

হ্যামারশোল্ড

লাইব্রেরী

Mr. ~~উ~~ থান্ট

- মায়ানমারের নাগরিক।
- এশিয়া থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব।
- বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন ।

কুর্ট ওয়াল্ডহেইম

- অস্ট্রিয়ার নাগরিক।
- পরে নিজ দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

জ্যাভিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলার

- দক্ষিণ আমেরিকা থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব

- ২০০০ সালে পেরুর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

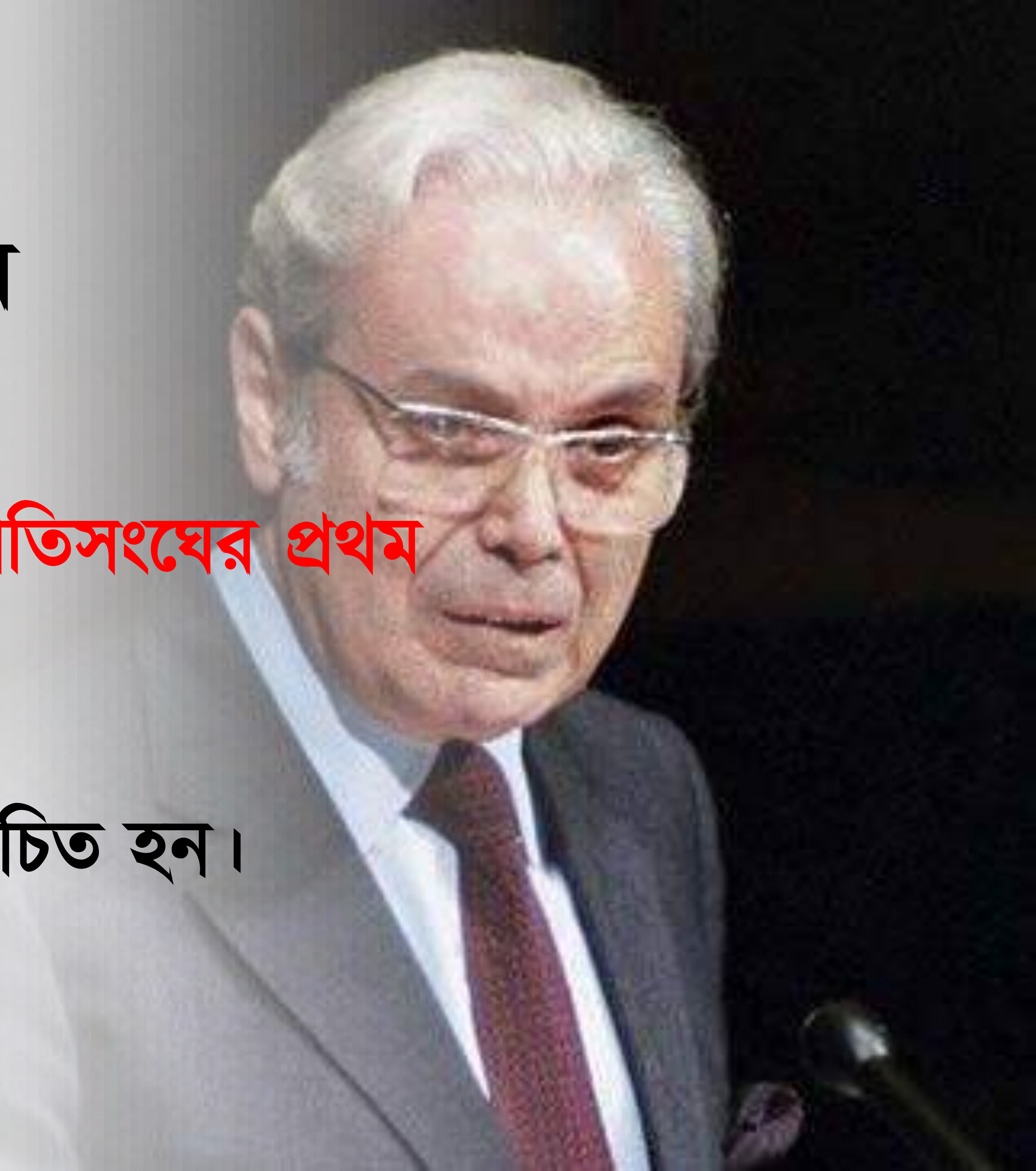

ডঃ বুট্রোস ঘালি

- মিশরের নাগরিক।
- আফ্রিকা মহাদেশ থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব।
- নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের জন্য তিনি যে প্রস্তাব দেন তা An Agenda for Peace নামে পরিচিত।

কফি আনান

- ঘানার নাগরিক।
- ২০০১ সালে জাতিসংঘের সাথে যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- আফ্রিকা মহাদেশ থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের দ্বিতীয় মহাসচিব।

অ্যান্টনিও গুতেরেস

- ৯ম মহাসচিব
- পর্তুগালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী।
- UNHCR এর সাবেক প্রধান ছিলেন।

বিরতি

জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা

সনদের ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত ৬টি অঙ্গ-সংস্থা হচ্ছে-

1. সাধারণ সভা (General Assembly)
2. নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council)
3. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council)
4. সচিবালয় (Secretariat)
5. আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)
6. অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

সাধারণ পরিষদ/ নির্বাহী পরিষদ/আলোচনা পরিষদ

এটিকে জাতিসংঘের 'Mother Organ' বলা হয়।

- জাতিসংঘের সকল সদস্য সাধারণ পরিষদের সদস্য।

- সদস্য সংখ্যা – ১৯৩

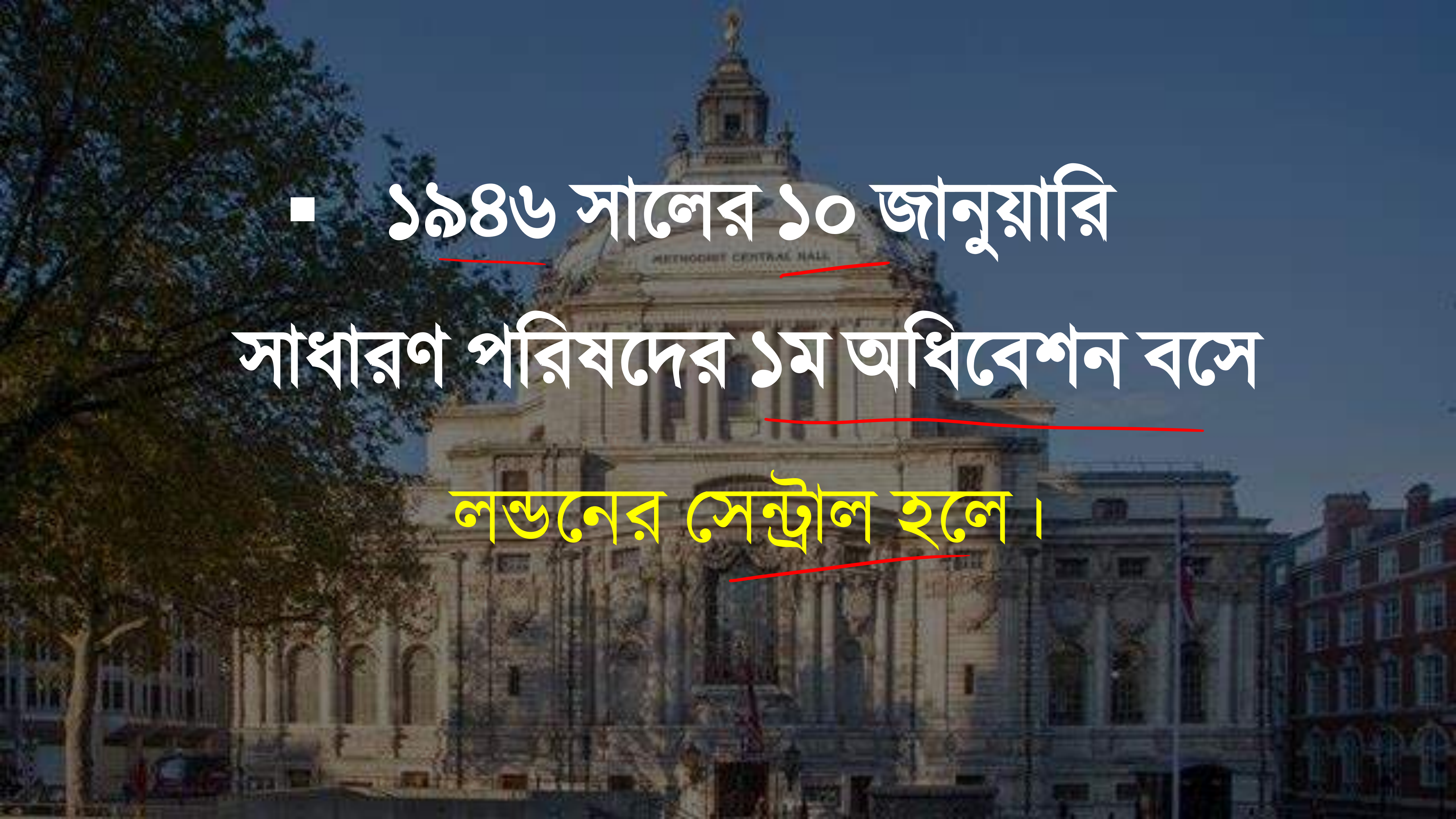

▪ ১৯৪৬ সালের ১০ জানুয়ারি
সাধারণ পরিষদের ১ম অধিবেশন বসে
লন্ডনের সেন্ট্রাল হলে।

- সাধারণ পরিষদ সারা বিশ্বের আইনসভা নামে পরিচিত।
- প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়।
- জরুরি অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদ বা জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রের অনুরোধক্রমে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল ১৫ দিনের মধ্যে বিশেষ অধিবেশন আহবান করতে পারেন।

- অধিবেশনের শুরুতে অধিবেশন পরিচালনার জন্য সভার সদস্য নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি এবং ২১ জন সহ-সভাপতি নির্বাচন করবেন।
- সভাপতির মেয়াদ ১ বছর।
- সাধারণ পরিষদের সভাস্থলের নাম The Flashing Meados।
- সনদ অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সভায় সর্বোচ্চ ৫ জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে কিন্তু ভোট দিতে পারে ১টি।

78

বর্তমানে চলছে ৭৭ তম অধিবেশন।

- সভাপতি – **সাবা করোসি**

(Csaba Körösi)

- হাংগেরির সাবেক ডিপ্লোমেট।

প্রস্তাব পাশের জন্য

২/৩ ভোট দরকার

কার্যাবলি

- সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচন।
- মহাসচিব নিয়োগ।
- সদস্য দেশকে বহিষ্কার।
- জাতিসংঘের বাজেট পাস।

- সদস্য দেশের চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ।
- অঙ্গ সংস্থার সদস্য নির্বাচন।
- নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন।
- নিরাপত্তা পরিষদের সাথে সম্মতিতে বিচারক নিয়োগ।

- শান্তির জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা

সনদের ২৪(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

কিন্তু ২৭ ধারায় যদি কোনো স্থায়ী সদস্য কোন প্রস্তাবে ভেটো (VETO) প্রয়োগ করে তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তখন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এই প্রতিবন্ধকতা যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থাকে ব্যাহত করতে না পারে সেজন্য ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বর সাধারণ সভা একটি প্রস্তাবে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার সম্ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

এই প্রস্তাব শান্তির জন্য ঐক্যপ্রস্তাব (The Uniting for peace Resolution) নামে পরিচিত।

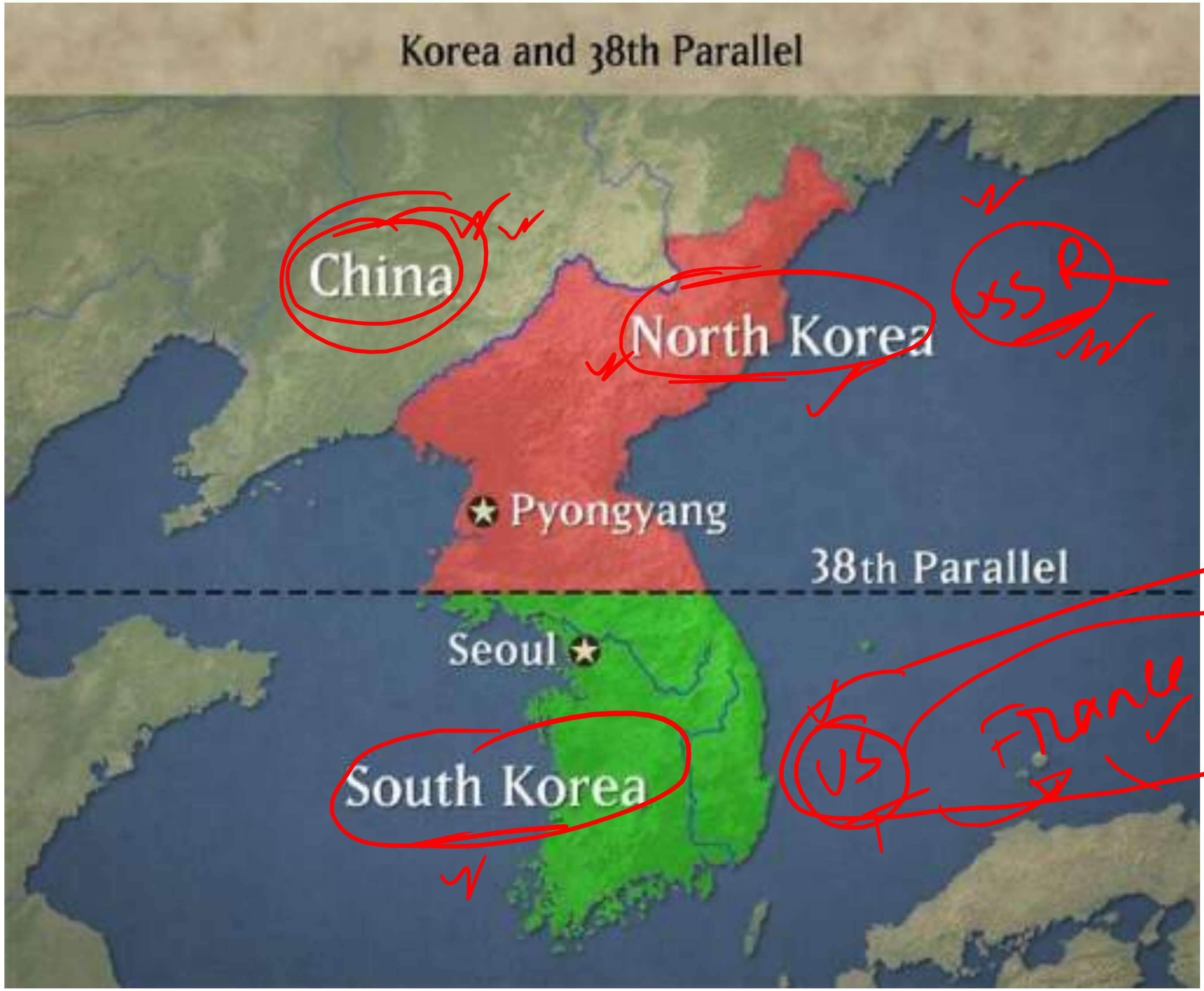
Korea and 38th Parallel
China
North Korea
Pyongyang
38th Parallel
Seoul
South Korea

- ১৯১০ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কোরিয়া ছিল জাপান সম্রাজ্যের অধীনে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর মার্কিন প্রশাসন কোরীয় উপদ্বীপটিকে ৩৮ডিগ্রি অক্ষরেখায় ভাগ করে। উত্তর ভাগ সোভিয়েত রাশিয়া এবং দক্ষিণভাগ আমেরিকার অধিকারে যায়। কোরীয় উপদ্বীপের উত্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থিত সমাজতান্ত্রিক সরকার।
- ১৯৪৫ সালে Trusteeship চুক্তির মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া বিভক্ত হয়। ৫ বছর মেয়াদি চুক্তির মাধ্যমে উত্তর কোরিয়াকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করা হয়। ১৯৫০ সালের মধ্যে স্বাধীনতা দেবার কথা থাকলেও ১৯৪৮ সালেই ২ দেশকে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বাধীনতা প্রদান করে।
- দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন একাধিপত্য সোভিয়েত রাশিয়া মেনে নিতে পারেনি। তাই ১৯৫০ সালে রুশ মদদে উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করে। ফলে দুই কোরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়। সৃষ্টি হয় কোরিয়া সংকট।
- ১৯৫৩ সালের Treaty of Armistice এবং ১৯৫০ সালের 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাবের' ভিত্তিতে কোরীয়যুদ্ধ অবসান হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের মহাসচিব কে ছিলেন?

উ থান্ট

নিরাপত্তা পরিষদ

নিরাপত্তা পরিষদ

স্বস্তি পরিষদ / Global safety net নামেও পরিচিত

সদস্য

- স্থায়ী ৫ + অস্থায়ী ১০
- ১৯৬৫ সালের আগ পর্যন্ত অস্থায়ী সদস্য ছিল ০৬

কোন অঞ্চল থেকে কত অস্থায়ি সদস্য

আফ্রিকা(৩) ও এশিয়া(২)	৫
পূর্ব ইউরোপ	১
ল্যাটিন আমেরিকা	২
পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য	২

বর্তমান অস্থায়ী সদস্য

আলবেনিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, গ্যাবন, ঘানা, জাপান, মাল্টা, মোজাম্বিক, সুইজারল্যান্ড এবং ইউ এ ই

- সবথেকে বেশিবার নির্বাচিত হয়েছে – জাপান ও ব্রাজিল (১২ বার)

- অস্থায়ী সদস্য- মেয়াদ ২ বছর
- সভাপতি - মেয়াদ ১ মাস

এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভেটো দিয়েছে - রাশিয়া

কোন সিদ্ধান্তের জন্য কমপক্ষে ভোট প্রয়োজন

৯ টি ভোট

ভোটিং সিস্টেম

- নিরাপত্তা পরিষদ: জাতিসংঘ সনদের ২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে-
- ১. প্রতিটি সদস্যের ভোট ১টি করে;
- ২. ৯টি হ্যাঁ ভোটে প্রস্তাব পাশ হবে: কার্যপ্রণালি সংক্রান্ত বিষয়ে (Procedural Matters) ৯টি সদস্যের হ্যাঁ ভোটে প্রস্তাব পাশ হবে।
- ৩. ১টি ভোটের মধ্যে অবশ্যই স্থায়ী ৫টি সদস্যের হ্যাঁ ভোট লাগবেই। তবে, যদি কোনো স্থায়ী সদস্য ভোটদানে বিরত থাকে তাহলে ৯টি হ্যাঁ ভোট হলেই প্রস্তাব পাশ হবে। কিন্তু কোনো স্থায়ী সদস্য না ভোট (veto)দিলে প্রস্তাব পাশ হবে না

Procedural Matters

- জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক ২৭(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে,
- যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিষদের ৯ জন সদস্যের ইতিবাচক ভোট প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্থায়ী সদস্যদের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা নেই।
- সব স্থায়ী সদস্যসহ ৯টি ভোটের বাধ্যবাধকতা নেই, ৯ জন সদস্য হলেই প্রস্তাব পাশ হয়।

Non- Procedural Matters (Fundamental Matters)

- সনদের ২৭ (৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে একথারও উল্লেখ আছে। যে মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ৯টি ইতিবাচক ভোটের প্রয়োজন হবে, যার মধ্যে ৫টি স্থায়ী সদস্যের ভোট অবশ্যই থাকতে হবে। কোন স্থায়ী সদস্য বিরোধিতা করলে তা গৃহীত হবে না।

Non- Procedural Matters (Fundamental Matters)

মৌলিক বিষয়সমূহর (fundamental matters) হলো-

- নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি।
- সনদের সংশোধন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের বহিষ্কার।
- কোন বিষয় আন্তর্জাতিক বিরোধের সৃষ্টি করেছে কিনা।
- উপদেশমূলক মতামতের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে অনুরোধ।
- শান্তির প্রতি হুমকী।
- সদস্য দেশসমূহকে পরিষদের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ।
- রুলস অফ প্রসিডিউর/কার্যবিধি অনুমোদন ইত্যাদি।

কার্যাবলি

- মহাসচিব নিয়োগে সুপারিশ।
- অবরোধ আরোপ।
- সনদ সংশোধন।

- সাধারণ পরিষদ তথা জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদান।
- শান্তিরক্ষী কার্যক্রম পরিচালনা।
- সাধারণ পরিষদের সম্মতিতে বিচারক নিয়োগ।

জাতিসংঘ সচিবালয়

জাতিসংঘ সচিবালয়

- দ্যাগ হেমারশোল্ড ভবন।
- বিভাগ: ৮টি

জাতিসংঘ

সচিবালয় প্রধান

নির্বাহী: মহাসচিব

উপ-মহাসচিব:

১১ জন

সহকারী মহাসচিব:

৬ জন

মহাসচিব

নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন

Let’s Recap

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

ECOSOC

United Nations Economic and Social Council

- জাতিসংঘের এই পরিষদের কাজ হলো বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র, নিপীড়িত ও পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন প্রকার আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। এই পরিষদ দারিদ্র্য দূরীকরণে অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমেও পরিচালনা করে।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অপর নাম উন্নয়ন পরিষদ।

- অর্থনৈতিক ও সামজিক পরিষদকে United Nations Family বলেও ডাকা হয়।
- এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ১৮টি।
- বর্তমান সদস্য ৫৪টি।
- প্রতি বছর ১৮টি সদস্য দেশ অবসর নেয় এবং ১৮টি নতুন সদস্য দেশ নির্বাচিত হয়।
- এ পরিষদের অধিবেশন বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হয়; একবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এবং অন্যটি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন ৩ বছরের জন্য।

- ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট’
- ‘এজেন্ডা ২০৩০’
- Youth Taking Action ধারণার প্রবর্তক

ইকোসক অধিবেশন বছরে কয়বার বসে?

বর্তমান প্রেসিডেন্ট

ল্যাশজারা স্টিভা

মেয়াদ – ১ বছর

বাংলাদেশ ২০২০-২০২২ সালের জন্য ইকোসকের সদস্য ছিল।

The Commission For Social Development

বাংলাদেশ সদস্য

নির্বাচিত হয়েছে

২০২৩-২০২৭ মেয়াদে।

2023-2027

৪ বছর

CSocD

- আঞ্চলিক কমিশন - ৫ টি
- UN Family নামে পরিচিত

ECE	ECA
▪ Economic Commission for Europe	▪ Economic and Social Council for Africa
▪ সদর দপ্তর - জেনেভা	▪ সদর দপ্তর - আদ্দিস আবাবা

ECLAC	ESCAP
▪ Economic Commission for Latin America and the Caribbean	▪ Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
▪ সদর দপ্তর - সান্তিয়াগো	▪ সদর দপ্তর - ব্যাংকক

ESCWA

- Economic and Social Commission for Western Asia
- সদর দপ্তর - বৈরুত, লেবানন

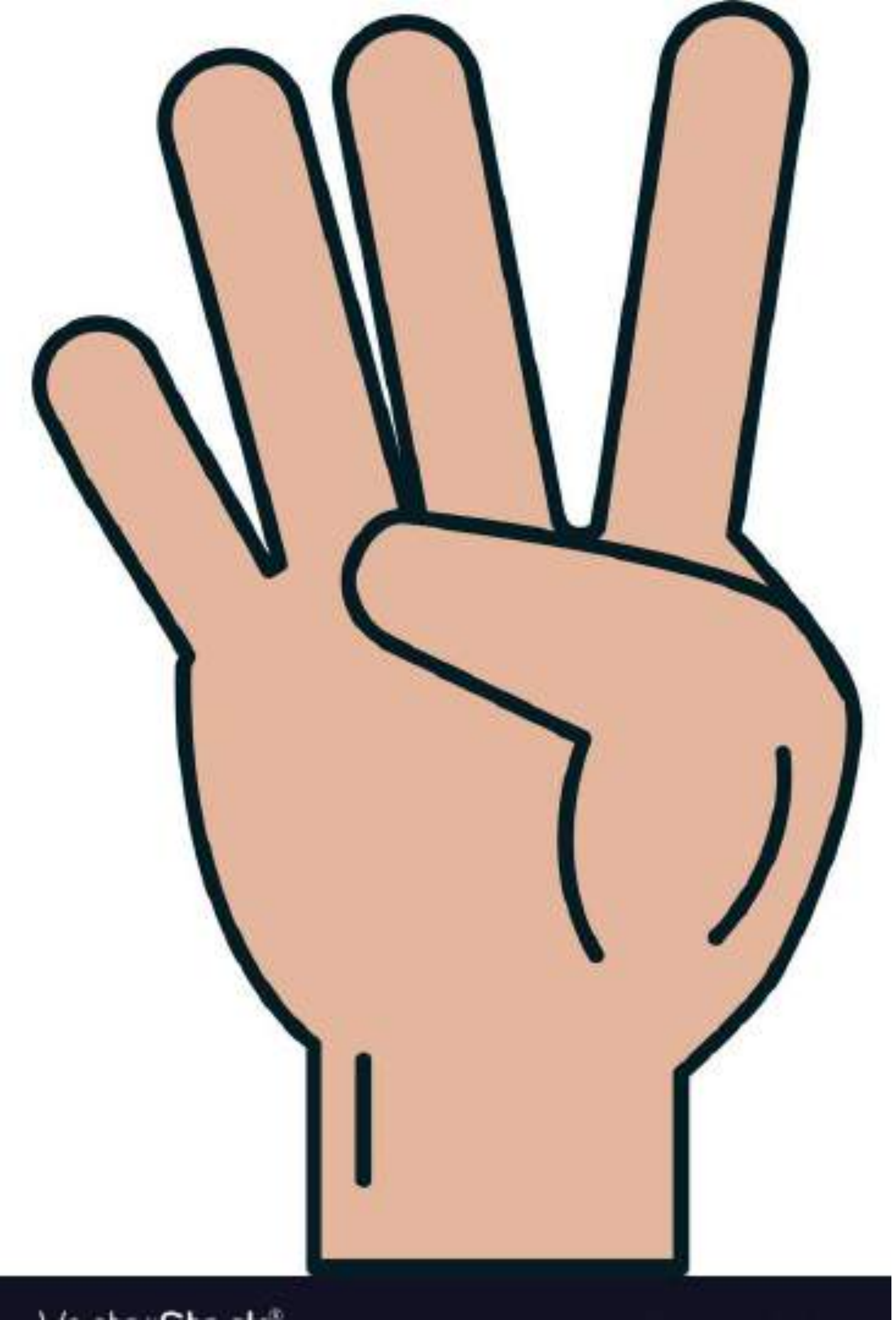

বাংলাদেশ কত বছরের জন্য CSOCD এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে?

Let’s Recap

আন্তর্জাতিক আদালত

প্রতিষ্ঠা – ১৯৪৫

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

সদর দপ্তর

Peace Palace

হেগ

বর্তমান প্রেসিডেন্ট

জুয়ান ডনাহিউ

মেয়াদ – ৩ বছর

বিচারক ১৫ জন

মেয়াদ ৯ বছর।

- ৪ জন - পি-৫ থেকে
- ৪ জন এশিয়া থেকে
- ৩ জন ইউরোপ থেকে
- ২ জন করে মোট ৪ জন ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকা থেকে

কার্যাবলি

- আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের যে কোন সদস্য রাষ্ট্র অন্য সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারপ্রার্থী হতে পারে।
- কোন বক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা যয়না।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

Cour Pénale Internationale

International Criminal Court

- ১৯৯৮ সালের ১৭ জুলাই রোমে যুদ্ধাপরাধের বিচার সংক্রান্ত 'Rome Statute' স্বাক্ষরিত।
- ২০০২ যাত্রা শুরু

কী কী বিচার করে?

- গণহত্যার অপরাধ
- মানবতাবিরোধী অপরাধ
- যুদ্ধাপরাধ

বর্তমান সদস্য – ১২৩

- সর্বশেষ সদস্য: কিরিবাতি
- সর্বশেষ ত্যাগ করে - ফিলিপাইন

বাংলাদেশ রোম বিধি স্বাক্ষর করে – ২০১০

বাংলাদেশ –

১১১ তম

বিচারক

- ১৮ জন
- ৭ জন নারী, ১১ জন পুরুষ

→ ICC

ICJ → 15

বর্তমান প্রেসিডেন্ট

পিটার হফমান্সকি

মেয়াদ – ৩ বছর

অছি পরিষদ

- বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের দায়িত্ব নেয়া
- কার্যক্রম স্থগিত: ১৯৯৪ সালে পালাউয়ের স্বাধীনতার পর থেকে

অছি পরিষদ

- অছি পরিষদ নিম্নলিখিত তিন ধরনের সদস্য নিয়ে গঠিত-

১. অছিভুক্ত অঞ্চলগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্ব বহনকারী সদস্যরাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষ;

২. নিরাপত্তা পরিষদের যেসব স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের শাসনাধীন কোনো অছিভুক্ত অঞ্চল নেই, সেসব সদস্যরাষ্ট্র এবং

৩. সাধারণ সভা কর্তৃক ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত রাষ্ট্র, যারা কোনো অছি অঞ্চলের প্রশাসকনয়।

- সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে পালাউয়ের স্বাধীনতার মাধ্যমে অছি পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত হয়।